111784 - ইহরামের সময় শর্ত করার সুবিধা কি?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: হজ্জ বা উমরা পালনেচ্ছু ব্যক্তি যে বলেন: ‘ইন হাবাসানি হাবিসি ফা মাহল্লি হাইছু হাবাসতানি’ (অর্থ- যদি কোন প্রতিবন্ধকতা আমাকে আটক করে তাহলে (হে আল্লাহ) আপনি আমাকে যেখানে আটক করেন সেখানে আমি হালাল হয়ে যাব)?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

যদি হজ্জ বা উমরা পালনেচ্ছু ব্যক্তি হজ্জ বা উমরা সমাপনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকা করেন তাহলে ইহরামকালে তিনি শর্ত করে নেয়ার বিধান রয়েছে। তিনি বলবেন: ‘ইন হাবাসানি হাবিসি ফা মাহল্লি হাইছু হাবাসতানি’ (অর্থ- যদি কোন প্রতিবন্ধকতা আমাকে আটক করে তাহলে (হে আল্লাহ) আপনি আমাকে যেখানে আটক করেন সেখানে আমি হালাল হয়ে যাব।)। সহিহ বুখারী (৫০৮৯) ও সহিহ মুসলিম (১২০৭) এর বর্ণনাতে এসেছে- দুবাআ বিনতে যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ অবস্থায় হজ্জ করার নিয়ত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তুমি হজ্জের নিয়ত ও ইহরাম বাঁধ এবং এই বলে শর্ত করে নাও: আল্লাহুম্মা মাহল্লি হাইছু হাবাসতানি (হে আল্লাহ! আপনি যেখানে আমাকে আটক করেন আমি সেখানে হালাল হয়ে যাব)।

মুহরিমের জন্য এ শর্ত করার সুবিধা হচ্ছে- মুহরিম হজ্জ বা উমরা সমাপনে যদি কোন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন যেমন- অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, কিংবা যে কোন কারণে তাকে মক্কায় ঢুকতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া তাহলে তিনি তার ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যেতে পারবেন; তার উপর ফিদিয়া বা হাদি বা মাথা-মুণ্ডানো ইত্যাদি কিছুই বর্তাবে না।

আর যদি তিনি এ শর্ত না করেন তাহলে তিনি হবেন ‘মুহসার’। মুহসার (হজ্জ বা উমরা আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এর উপর হাদি যবেহ করা ও মাথা মুণ্ডন করা ওয়াজিব; যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার বছর করেছিলেন। যখন তিনি মুশরিকদের পক্ষ থেকে মক্কা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তখন তিনি হাদির পশু যবেহ করলেন ও মাথা মুণ্ডন করলেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকেও তা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন: “তোমরা উঠ, হাদি কোরবানী কর, অতঃপর মাথা মুণ্ডন কর।”[সহিহ বুখারী (২৭৩৪)] আল্লাহ তাআলা বলেন: আর তোমরা হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে।

অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদি প্রদান করো। আর তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না যে পর্যন্ত হাদি তার স্থানে না পৌঁছে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬]

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন:

এ শর্ত করার সুবিধা হলো- “মুহরিম ব্যক্তি যদি রুগ্নতা কিংবা শত্রুর বাধা এ জাতীয় কোন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন; যে কারণে তিনি হজ্জ সমাপ্ত করতে না পারেন তাহলে তার জন্য হালাল হয়ে যাওয়া জায়েয; তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।”[মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায (১৭/৫০)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

আর শর্ত করার সুবিধা: সুবিধা হচ্ছে মানুষ যদি হজ্জ সমাপ্ত করতে কোন বাধার সম্মুখীন হয় তাহলে কোন কিছু ছাড়া সে হালাল হয়ে যেতে পারবে। অর্থাৎ তার উপর কোন ফিদিয়া বা কাযা বর্তাবে না।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২২/২৮)]